দৈনিক
আমাদের সময়

তারিখ 27 JUL 2016
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ১

জঙ্গি আস্তানার আশপাশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

কল্যাণপুরে পুলিশের সঙ্গে গোলাগুলিতে ৯ জঙ্গি নিহত হওয়ার পর ঘটনাস্থল ও আশপাশের ২৭টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গতকাল বন্ধ রাখা হয়। কবে থেকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো খুলবে তা কোনো প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ নিশ্চিত করে জানাতে পারছে না। পুলিশ বলছে প্রতিষ্ঠানগুলো খুলে দিতে কোনো বাধা নেই।

মিরপুর মডেল থানার ওসি ভূঁইয়া মাহবুব হাসান বলেন, আজকে লোকজনের মধ্যে একটা আতঙ্ক ছিল বলে আমরা লোকজনকে বাসা থেকে বের হতে নিরুৎসাহিত করেছি। কিন্তু এখন পরিস্থিতি মোটামুটি ঠিক হয়ে গেছে। স্কুল-কলেজ বন্ধ রাখতে আমাদের কোনো নির্দেশনাও নেই। ফলে খুলতেও কোনো বাধা নেই।

কল্যাণপুরের ৫ নম্বর সড়কের গার্লস হাই স্কুলের পাশে তাজ মঞ্জিল নামের ছয়তলা একটি ভবনে মঙ্গলবার রাতে এরপর পৃষ্ঠা ৬, কলাম ১

জঙ্গি আস্তানার

(শেষ পৃষ্ঠার পর) অভিযান চালায় র‍্যাব-পুলিশ। সে সময় জঙ্গিরা আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে লক্ষ্য করে গুলি ছুড়তে থাকে। পরে ভোরে সোয়াট বাহিনীর নেতৃত্বে 'অপারেশন স্টর্ম টোয়েন্টি সিক্স' নামে মূল অভিযানে নিহত হয় ৯ জঙ্গি।

ঘটনাস্থল 'তাজ মঞ্জিল'-এর পাশেই কল্যাণপুর গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজ। ফলে ঘটনার আঁচ বেশি লেগেছে এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে। প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ শাহনাজ বেগম জানান, প্রথম থেকে নবম শ্রেণি পর্যন্ত অর্ধবার্ষিক পরীক্ষা, দশম শ্রেণির প্রাক-নির্বাচনী পরীক্ষা এবং সকাল ৮টা থেকে কলেজের নির্ধারিত ক্লাস স্থগিত করা হয়। আমাদের অনেক স্টুডেন্ট গোলাগুলির শব্দে রাত থেকেই ভীতসন্ত্রস্ত। এ ছাড়া স্কুলে আসার সড়কটিও পুলিশ বন্ধ করে দিয়েছে। এ কারণে এসএমএসের মাধ্যমে স্কুল বন্ধের কথা অভিভাবকদের জানিয়ে দিয়েছি।

দুপুরে ৬ নম্বর সড়কের ৯ নম্বর বাড়িতে কল্যাণপুর ল্যাবরেটরি হাইস্কুলও বন্ধ দেখা গেছে। আতঙ্কের কারণেই স্কুলটি বন্ধ রেখেছেন বলে টেলিফোনে জানিয়েছেন প্রধান শিক্ষক জিএম জাহাঙ্গীর কবীর রানা। তিনি বলেন, আমার বাসা মিরপুরে। সকালে স্কুলে যাওয়ার পরই শিক্ষকরা জানান গোলাগুলির কথা। ওই ঘটনার পর বাচ্চারা স্কুলে আসতে সাহস পাচ্ছিল না। যারা এসেছে তাদের অভিভাবকরাও স্কুলে বাচ্চাদের রাখতে নিরাপদ বোধ করছিলেন না। তাই বন্ধ করে দিয়েছি। কালকে হয়তো স্কুল খুলবে।

বাংলাদেশ কিন্ডারগার্টেন অ্যাসোসিয়েশনের মহাসচিব জাহাঙ্গীর জানান, কল্যাণপুর ও আশপাশের দক্ষিণ কল্যাণপুর, পাইকপাড়া, নতুনবাজার ও ঝিলপাড় এলাকায় ২৭টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে।এর মধ্যে উচ্চ মাধ্যমিক স্কুল একটি, স্কুল অ্যান্ড কলেজ দুটি, সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় দুটি এবং ২২টি কিন্ডারগার্টেন।

গোলাগুলির পর, সন্তানদের স্কুলে পাঠাতে সাহস করেননি শহীদ মিনার সড়কের ১১/২ নম্বর বাড়ির মালিক আবু তাহের। তিনি বলেন, আমার দুই বাচ্চার একজন ওয়ানে, আরেকজন সেভেনে পড়ে। সকালে টেলিভিশনে ঘটনা দেখে তারা ভয় পেয়েছে। আমার বয়সেই এ রকম ঘটনা প্রথম দেখলাম। তাদের স্কুলে পাঠানোর সাহস করি কেমনে?

অনেক অভিভাবক টেলিফোন করেও স্কুল বন্ধ রাখার অনুরোধ করেছেন বলে দক্ষিণ পাইকপাড়ার খান ইন্টারন্যাশনাল স্কুল অ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষ মো. জসিম উদ্দিন খান জানান। পরিস্থিতি স্বাভাবিক থাকলে বৃহস্পতিবার থেকে শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হতে পারে বলে জানান তিনি। আমি নিজেও ইনসিকিউরড ফিল করছি। আমরা দুই সন্তানও স্কুলে যায়। তাই অভিভাবকদের আতঙ্কটা কেমন তা বুঝতে পারি। স্কুল বন্ধ থাকলেও দ্বীন কিন্ডারগার্টেনে যাওয়ার জন্য মেয়ে জেদ ধরেছিল বলে জানান দক্ষিণ পাইকপাড়ার বাসিন্দা পরিতোষ রায়। শেষ পর্যন্ত টেলিভিশনের খবর দেখিয়ে মেয়েকে বোঝাতে সক্ষম হন তিনি।

ঘটনার পর থেকে প্রায় বন্দি কল্যাণপুর প্রধান সড়কে অবস্থিত জামিয়া দ্বীনিয়া ইসলামিয়া এতিমখানা মাদ্রাসার শিক্ষার্থীরা। এ মাদ্রাসার শিক্ষার্থীদের ভেতরে রেখে প্রধান ফটকে তালা দিয়ে রাখা হয়েছে। দুপুরে শুধু নামাজ পড়ার জন্য একবার মসজিদে যাওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়েছিল বলে জানায় শিক্ষার্থী নাঈমুল ইসলাম। অন্যান্য দিন বাইরে বের হই। আজকে হুজুররা বলেছেন বাইরের পরিস্থিতি খারাপ। এজন্য বাইরে যেতে নিষেধ করেছেন। ভেতরেই খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা আছে।